তিন তরঙ্গ

তিন তরঙ্গ

চাণক্য সেন

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ--- ফাল্গুন, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩৫এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীচিত্তরঞ্জন পাকড়াশি

পিসিমা শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী

শ্রীচরণকমলেষু

গাড়ির বেগ কমে আসতে তিনজন একসঙ্গে জানালার বাইরে মাথা বাড়াল। জোয়ানার চুল রেশমী, সে হল, যাকে বলে ব্লণ্ড্।

মেরী বলে উঠল, 'জো, তুমিও যদি মাথা বাড়াও, লোকেরা সব তোমাকেই দেখবে। আমাদের ওপর কোনও আঁখি মুহূর্তের জন্য থামবে না।'

আইলীন টিপ্পনি করল, 'পড়তে দাও, পড়তে দাও। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি আঁখি পড়ে থাকুক জোয়ানার চুলে, মুখে, দেহে। এ-দেশে এসে এক মুহূর্ত মানুষের চোখ থেকে রেহাই নেই। যখন যেখানে যাবে, দশ-বিশ-পঞ্চাশ চোখ তোমার পানে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। বাথরুমে ঢুকে, দরজায় খিল দিলেও ভয় হয় বুঝি বা একশ' চোখ তোমায় দেখছে, দেখছে, দেখছে।'

জোয়ানার রেশমী মাথা তখন জানালার বাইরে। চোখে-মুখে উত্তেজনা।

'দেখ, দেখ, স্টেশনে এসে গেছে গাড়ি,' সে বলে চলল, 'আঃ, হাওয়াটা বেশ একটু ঠাণ্ডা, না? অনেক লোক জমেছে প্ল্যাটফর্মে। নিশ্চয় আমাদের জন্যে। আশা করি অনেক মালা এনেছে, আমার ফুলের মালা পরতে বড় ভাল লাগে। মেরী, তোমার ক্যামেরা তৈরি রাখ। আমার ছবিটা কিন্তু সবচেয়ে ভাল হওয়া চাই।'

'কাকে পাঠাবে?' প্রশ্ন করল মেরী।

'অতি গোপনীয় এক বন্ধুকে।'

ততক্ষণে তিনজন পাশাপাশি জানালায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে।

আইলীন বলল, 'শহরটা বেশ সুন্দর মনে হচ্ছে, না?'

মেরী যোগ দিল, 'শহর আর কোথায়? শুনেছি, গ্রাম।'

জোয়ানা বলল, 'গাড়ি থামছে দেখছ না? এবার জানালা ছাড়তে হয়। নামতে হবে যে।'

আইলীন বলল, 'এস, চুপচাপ সীটে বসে থাকি। এরা সব নামুক। হুড়োহুড়ি মারামারি শুরু হয়ে গেছে, দেখছ?'

তিনজন বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসল।

আইলীন বলল, 'বাব্বা, লোকটা এতক্ষণে সরল। কাল থেকে অপলক আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সারারাত নিশ্চয় ঘুমোয় নি। চোখের আগুনে আমার দেহ জ্বলছিল।'

জোয়ানা যোগ দিল, 'আমারও। তবে অন্যের চোখের আগুনে নয়।'

মেরী: 'আমার কিন্তু বড় ভালো লাগে ইণ্ডিয়ার রেলগাড়ীর এই তৃতীয় শ্রেণীর ভিড়। এত মানুষ একসঙ্গে দেখতে বড় ভালো লাগে।'

গাড়ি থামল। তিনজনের সামনে ছোট্ট একটি ভিড় জমে উঠল।

আশেপাশের সহযাত্রীর ভিড়। সবার মুখে হাসি।

তিনকন্যা একসঙ্গে বলে উঠল, 'নমস্তে। সুক্রিয়া। ডন্যবাড্।'

সবাই নেমে গেলে ওরা ধীরে আস্তে প্ল্যাটফর্মে নামল।

খানিক দূরে চার-পাঁচজন পুরুষ একজোট দাঁড়িয়েছিল। ওদের নামতে দেখে এগিয়ে এল। মাঝবয়সী একজন অন্যদের আগে। চুলে প্রথম পাক ধরেছে দু-কানের পাশে।

জোড়হাতে নমস্কার করে সে বলল, 'আমার নাম জগৎ ত্রিপাঠি। মধুবনে আপনাদের স্বাগত করছি।'

তিনকন্যার পক্ষ থেকে মেরী বলল, 'নমস্তে। এ হচ্ছে আইলীন হুইলার। এর নাম জোয়ানা জোন্স্। আমি হলাম মেরী। মেরী কটন।'

করমর্দন করল তিনজনে জগৎ ত্রিপাঠির সঙ্গে।

ততক্ষণে বাকী চারজনেও এগিয়ে এসেছে। তিনজনের

হাতে গোলাপ-বেল-গাঁদা ফুলের মালা। অন্যজনের হাতে ক্যামেরা।

তিনকন্যার গলায় মালা পরানো হল। তারা পাশাপাশি দাঁড়াল চারজন ভারতীয়ের সঙ্গে ক্যামেরাম্যানের সামনে। তিন-খানি ছবি তোলা হল।

আইলীন বলল, 'গ্রেট। আমার খুব ভালো লাগছে।'

মেরী: 'তোমার স্কার্ট উড়ছে। সামলাও।'

আইলীন স্কার্ট হাঁটুর নীচে চেপে ধরল।

জোয়ানা বলল, 'আমরা ছবি তুলব না?'

মেরী জবাব দিল, 'দরকার নেই। ওঁরাই কপি দেবেন এখন।'

তিনজনের সঙ্গে ছোট্ট তিনটে স্যুটকেস। তিনটে স্লিপিং-ব্যাগ, সযত্নে ভাঁজ করা। মেরী ও জোয়ানার সঙ্গে টাইপরাইটার।

ত্রিপাঠি বলল, 'আপনাদের লাগেজ কি এই সব?'

মেরী বলল, 'হ্যাঁ। একটু বেশি।'

তিনজনে নিজেদের স্যুটকেস আর স্লিপিং-ব্যাগ হাতে করে এগিয়ে যাচ্ছিল। ত্রিপাঠি বলল, 'আমাদের দিন।'

মেরী বলল, 'ধন্যবাদ।'

ছোট রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম অনুরূপ ছোট, যাত্রীর সংখ্যাও বেশি নয়। রেল থেকে নামল জন দশেক, রেলে উঠল তারও চেয়ে কম। তবু প্ল্যাটফর্মে বেশ একটি জন-সমাগম গড়ে উঠল। তিনটি শ্বেত-কন্যাকে একসঙ্গে দেখে আশ-পাশ থেকে হঠাৎ লোক এসে জড় হল।

জুটল এসে একপাল কম-বয়সী ছেলেমেয়ে। কারুর পরনে শার্ট, কেউ বা খালি গা। রেল থেকে নেমে আসা যাত্রীরা দাঁড়িয়ে গেল কুলিদেব তাড়া তুচ্ছ করে। টিনের দুখানা ঘর থেকে স্টেশন-মাস্টার ও মালবাবুও বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। অদূরে রাস্তা তৈরি করছিল একদল স্ত্রীলোক, তারাও এসে কাছাকাছি স্থান

নিল। বয়স্কাদের আব্রু নেই, কিন্তু যুবতীদের মুখ ধূলি-মলিন রঙিন ওড়নায় ঢাকা।

আইলীন বলল, 'দেখ, দেখ। কত মানুষের চোখ একসঙ্গে তাকিয়ে আছে দেখে নাও।'

মেরী চুপি চুপি বলল, 'চুপ করো।'

আইলীন মানল না। জগৎ ত্রিপাঠিকে প্রশ্ন করল, 'এরা কি সবাই আপনাদের সঙ্গে এসেছে আমাদের অভ্যর্থনা করতে ?'

'না। এরা কেউ বা যাত্রী, কেউ বা গ্রামের লোক, কেউ বা রাস্তা তৈরীর কাজ করে।'

'আর এই ছেলেমেয়েগুলি ?'

'কাছাকাছি থাকে।'

'আমাদের দেখতে ভিড় করেছে ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কেন ? আমরা কি আশ্চর্য কোনও জীব না জানোয়ার ?'

মেরী বলল, 'শাদা চামড়ার মানুষ বোধকরি এরা খুব কম দেখে, না ?'

জগৎ ত্রিপাঠির লজ্জা করছিল। বলল, 'খুব কম।'

আইলীন দমবার পাত্রী নয়। প্রশ্ন করল, 'শাদা চামড়ার পুরুষ দেখলেও কি এতবড় ভিড় জমত ?'

ত্রিপাঠি বলল, 'কিছুটা জমতই।'

'অর্থাৎ, আমরা তিনটি শাদা মেয়ে বলেই এত মানুষ একত্র হয়েছে। মায় স্টেশন-মাস্টার পর্যন্ত।'

জোয়ানা সাহস করে বলল, 'আমার বেশ লাগছে। নিজেকে খুব কেউ-কেটা মনে হচ্ছে।'

মেরী বলল, 'আমারও।'

আইলীন তেতো গলায় যোগ দিল, 'আমার লাগছে না। আমি এত লোকের অপলক চাহনি সইতে পারছি না।'

মেরী জগৎ ত্রিপাঠিকে বলল, 'চলুন, আমরা এগোই।'

চলতে চলতে আইলীন জোয়ানাকে বলল, 'কী লোক, কী লোক! এত মানুষ যে একসঙ্গে বাস করতে পারে—ইণ্ডিয়ায় না এলে কোনও দিন জানতাম না।

জোয়ানা বলল, 'এরা যে না খেয়ে বেঁচে থাকবে তাতে আশ্চর্য কি?'

উৎসাহিত হয়ে আইলীন বলল, 'কেবল ভাতের অভাবে ক্ষুধার্ত নয়, তার চেয়েও এরা যৌন-ক্ষুধায় আর্ত। দেখছ না, পুরুষগুলির চকচকে লোভাতুর চোখ।'

জোয়ানা নীচু গলায় বলল, 'মেয়েরাও এসেছে অনেকে।'

আইলীন বলল, 'মজা দেখতে। তিন-তিনটে বেহায়া মেম দেখতে। আমরা যেমন স্ট্রিপ-টীজ দেখতে যাই।'

স্টেশনের বাইরে রাস্তায় গাড়ি অপেক্ষা করছিল। জগৎ ত্রিপাঠি তিন বিদেশিনীকে নিয়ে গাড়িতে বসাল। নিজে বসল ড্রাইভারের পাশে। তার সঙ্গী চারজন দুই সাইকেল-রিক্সা চেপে বসল।

মেরী প্রশ্ন করল, 'ইনস্টিটিউট কত দূরে?'

জগৎ ত্রিপাঠি বলল, 'চার মাইল।'

গাড়ি চলতে শুরু করলে জোয়ানা বলল, 'বেশ সুন্দর, না?'

মেরী বলল, 'হ্যাঁ। অনেকটা দেশের মত। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়। আর মাঠ। তবে অমন ঘন সবুজ নয়।'

'গরম দেশ যে। ট্রপিক্স্।'

'ইণ্ডিয়া কিন্তু ট্রপিক্স্ নয়। ট্রপিক্স্ হল আফ্রিকা।'

'প্রায় ট্রপিক্স্।'

আইলীন জগৎ ত্রিপাঠিকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা স্টেশনে মেয়েদের মধ্যে অনেকের মুখ ঢাকা ছিল কেন?'

'ওরা সব নতুন বৌ। সবার সামনে মুখ দেখাতে মানা।'

'নিশ্বাস নিচ্ছিল কি করে? দেখতে পাচ্ছিল কি করে?'

'উড়নী দিয়ে মুখ ঢাকা ছিল। খুব পাতলা কাপড়।'

'মুসলমান?'

'না। হিন্দু এবং শিখ।

'রাস্তা বানায়?'

'পাথর ভেঙে কুচি করে। মাটি, পাথর, চূন-সুরকি রাস্তায় ঢালে। রাস্তা তৈরি করে।'

'অমনি মুখে কাপড় জড়িয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'খায় কি করে?'

'মুখ দিয়ে। যেমন আপনি খান।'

'কাপড় সরিয়ে, না মুখ ঢেকেই?'

'আমি কখনও লক্ষ্য করিনি। সরিয়ে, নিশ্চয়।'

'তখন পুরুষেরা দেখতে পায় না?'

'না। পুরুষরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'

মেরী ও জোয়ানা হেসে উঠল।

আইলীন বলল, 'আমি কখনও ইণ্ডিয়ায় মেয়ে হয়ে জন্মাব না।'

রাস্তা চলে গেছে সোজা, দুপাশে চাষের ক্ষেত। মার্চ মাসের পূর্ণ বসন্ত। ক্ষেতে গমের শীষে আধা সোনালি রং ধরেছে, এপ্রিলে পাকবে, তখন ফসল কাটার দিন। গাছে গাছে নতুন পাতার গন্ধ। আমগাছে ছোট ছোট অসংখ্য ফল। তার গন্ধের সঙ্গে মিশেছে নাম-না-জানা নানা ফুলের মিশ্র সৌরভ। নরম-ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ছে, কাঁপছে গমের শীষ। পাহাড়ের পেছনে আকাশ নীচু হয়ে মাটি স্পর্শ করেছে।

মেরী বলল, 'আমার ভাল লাগছে।'

জোয়ানা, 'আমারও।'

আইলীন, 'আমারও, যতক্ষণ না আবার মানুষের ভিড় জমে উঠছে।'

পনেরো মিনিট পরে গাড়ি এসে বিরাট বাড়ির ফটকে দাঁড়াল। নামল জগৎ ত্রিপাঠি। নামল তিন বিদেশী কন্যা।

এগিয়ে এসে নমস্তে করলেন এক ভদ্রলোক।

'আমি চিরন্তন দাস। ভাইস্‌-প্রিন্সিপ্যাল। ওয়েলকাম টু মধুবন।'

তিনজন একসঙ্গে নমস্তে জানিয়ে একসঙ্গে বলল, 'ডন্যবাদ।'

দুই

লুঙ্গি-গেঞ্জী বদলে প্যাণ্ট-বুশশার্ট পরতে দেখে সুখন প্রশ্ন করলঃ 'বাবা, কোথায় যাচ্ছ?'

'প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠিয়েছেন,' বলল চিরন্তন দাস, সুখনের বাবা 'তুমি পড়ো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'আর পড়তে ভাল লাগছে না।'

'তাহলে পোড়ো না।'

'কি করবো?'

'যা খুশি।'

'যা-খু-শি?'

'যা তোমার ইচ্ছে। যা করতে তোমার ভালো লাগে।'

'নদীর ধারে বেড়াতে যাবো?'

'যাও।'

'একা?'

'ইচ্ছে করলে, একা। নয়তো কাউকে নিয়ে যাও ডেকে।'

'তুমি কখন আসবে?'

'ধরো আধঘণ্টা।'

'আমি একঘণ্টা পরে ফিরবো।'

'ফিরো।'

'দীপককে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ তো।'

প্রিন্সিপাল ডাঃ প্রকাশবীর আজাদ নিজের দপ্তর-ঘরে কাজ করছিলেন। দরজায় টোকা পড়তে, বললেন, 'আসুন।'

চিরন্তন ঘরে ঢুকে নমস্তে করল।

'আপনার রবিবারের সকালটা মাটি করবার জন্যে মার্জনা চাইছি, ডাঃ দাস।'

'কিছু কাজ আছে বুঝি?'

'কাজ বলুন, অকাজ বলুন, কিছু আছে বৈ কি? নইলে রবিবার সকালে তলব করি?'

'হুকুম করুন।'

'তার আগে বলুন, চা না কফি?'

'কফি।'

বেয়ারাকে ডেকে দু'পেয়ালা কফি আনতে বললেন ডাঃ আজাদ।

'ছেলে কোথায়?'

'খালের ধারে গেল বেড়াতে।'

'একা?'

'হয়তো কাউকে ধরে নিয়ে যাবে সঙ্গে। নয়তো একাই।'

'আপনি ছেলেকে বড্ড ফ্রীডম দেন।'

'স্বাধীন ভারতের ছেলে। ফ্রীডম ছাড়া বড় হবে কি করে?'

'কাজের কথা বলি?'

'বলুন।'

'তিনটি বিদেশী অতিথি আসছে ছ মাসের জন্যে।'

'জানি। তিনটি মেয়ে।'

'কাল এসে পৌঁছবে।'

'কালই? আগামী সপ্তাহে আসার কথা ছিল না?'

'প্রোগ্রাম বদলে গেছে। কাল সকাল দশটার ট্রেনে, দিল্লী থেকে।'

'বেশ তো।'

'এদের কোয়ার্টার্স ঠিক আছে তো?'

'মোটামুটি আছে। আজ সাফ করিয়ে রাখতে হবে।'

'স্টেশনে আপনি যাবেন?'

'না। জগৎ ত্রিপাঠিকে পাঠিয়ে দেব দুতিনজন লোক দিয়ে। আমি গেটে অপেক্ষা করবো।'

'এই নিয়ে তৃতীয় বার হল। থার্ড ব্যাচ। গত বছর এসেছিল চার জন। তার আগের বছর দুজন। এবার তিনজন। তিনটিই মেয়ে।'

'আমি জানি, আপনি এদের নিয়ে খুশি নন।'

'খুশি হই কি করে? এরা দশহাজার মাইল দূর থেকে, একেবারে আলাদা সমাজ, সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম, গায়ের রং, মনের রং নিয়ে, হঠাৎ এসে হাজির হয়। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, কার্যত দেখা যায়, না আমরা এদের কাছে বিশেষ কিছু পাই, না এরা আমাদের কাছ থেকে। এ্যান্ এক্সারসাইজ ইন্ মিউচুয়্যাল ফিউটিলিটি।'

'তবু ওরা আসে। অবস্থাপন্ন, সমাজের সুখকর জীবন ত্যাগ করে বহু দূরের বিদেশে, অজানা অচেনা মানুষের মধ্যে কিছুদিন কাটিয়ে যায়।'

'জানি। জানি। আপনি আইডিয়ালিস্ট।'

'আপনার চেয়ে বেশি নই।'

'আপনি বলছেন, এই বিদেশী অতিথিদের আসাটা ভাল?'

'ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন জটিল। এক কথায় জবাব দেওয়া শক্ত। বাস্তব কথা হচ্চে, এরা এসেছে, এবং আসবে। সুতরাং ওলটানো দুধ নিয়ে আপশোস করে লাভ নেই। আপনি এদের আসা বন্ধ করতে পারবেন না।'

'না।'

'অতএব, যতটুকু ভাল এদের কাছ থেকে পাওয়া যায় ততটুকুই আমাদের লাভ।'

'যদি একটুও না পাওয়া যায় ? যদি লাভের বদলে ক্ষতিটাই বেশি হয় ?'

'তাহলে ক্ষতি যত কম হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'এবার আমি বলেছিলাম ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এ। বলেছিলাম, আমাদের একস্‌পার্টস্‌ দিন, যত খুশি। সবাইকে পুরো কাজে লাগাব। কিন্তু এসব ছোকরা-ছুকরী দিয়ে কিচ্ছু কাজ হবে না। শুধু নানারকম সমস্যা তৈরি করে এরা। গত বছরের কথা মনে আছে ?'

'আছে। কিন্তু প্রথম বছরে কোনও গোলমাল হয় নি। প্রথম ব্যাচটি তো ভালোই ছিল।'

'কাজ হয়নি বিশেষ কিছু।'

'কাজ আশা না করাই ভালো।'

'আচ্ছা, তাহলে আপনি ওদের ভার নিচ্ছেন। নিশ্চিন্ত হলাম। বাড়িটায়· ওদের ব্যবস্থা করিয়ে রাখবেন। আমি বলেছি, ঠিক আমাদের লেকচরাররা যেমন ভাবে বাস করেন তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা দিতে পারবো না।, ঘর কটা ?'

'তিনটে।'

'বাথরুম ?'

'একটা।'

'বেশ। তিনজনকে তিনটে ঘর দিয়ে দেবেন। ও, তাই তো, বসবার-খাবার ঘরও তো একটা চাই। তাহলে একটা ঘর দুজনকে শেয়ার করতে হবে। বাথরুম একটাতেই হবে। শোবার জন্যে চারপয় না নেয়ারের পালঙ্ক ?'

'চারপয়ে বড় কষ্ট হবে না ?'

'কষ্ট অনেক কিছুতেই হবে। চারপয়ই দেবেন।'

'খানসামা ঠিক করা হয়েছে। কাল আসতে বলবো।'

'বেশ।'

'আমি তাহলে চলি।'